দৈনিক ইনকিলাব

১৭৮

10 APR 1987
তারিখ ... 5
পৃষ্ঠা ... 3

শিক্ষাঙ্গনে

গণ টোকাটুকি বন্ধ হোক

এবারের (১৯৮৭) এসএসসি পরীক্ষার শুরুর দিনেই দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলা থেকে সংবাদদাতাদের পাঠানো সংবাদের ভিত্তিতে 'দৈনিক ইনকিলাবে' প্রকাশিত সংবাদের শিরোনাম হয়েছিল 'এসএসসি পরীক্ষা শুরুঃ সরাদেশে ব্যাপক গণটোকাটুকি'। দেশের শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলেই এই খবরের সত্যতা স্বীকার করেছেন যারাই গ্রামের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে গিয়েছেন। প্রতিবারই মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক কিংবা স্নাতক যে পরীক্ষাই হোক না কেন, শহরের তুলনায় গ্রামের কেন্দ্রগুলোতে পাসের হার থাকে শতকরা ২৫·৭৫।

ক'দিন পূর্বে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়, তাতে দেখা যায় পাসের হার শতকরা সাড়ে ৩২%, এর মধ্যে গ্রামের কজেলগুলো থেকে শতকরা ৭০, আর শহরের কলেজগুলো থেকে শতকরা ৩০ শতাংশ পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। এ দৃশ্য শুধু এবছর এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়েরই নয়। এ দৃশ্য গত দেড় দশকের এবং প্রতিটি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের।

যেখানে শহরের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো থেকে পারতপক্ষে উত্তীর্ণ হওয়া কষ্টদায়ক, সেখানে গ্রামে গিয়ে পরীক্ষার্থীদের ভালো ফলাফল লাভ করা মোটেও কষ্টের কিছু নয়। যার জন্য লেখাপড়া উত্তরোত্তর গণমুখী না হয়ে নকলমুখী হচ্ছে। পরীক্ষকদেরই বা দোষ কি। যে কেন্দ্রই হোক, খাতায় যথার্থ উত্তর পেলেই তারা নম্বর দিতে বাধ্য। গত ১ এপ্রিল শিক্ষামন্ত্রী জনাব মাহবুবুর রহমান বলেছেন, যে কোন উপায়ে নকল প্রতিরোধ করতে হবে। গ্রামের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোকে নকলের আড্ডাখানা হিসেবে আর যাতে চিহ্নিত করতে না হয়, সে ব্যবস্থাই করা হবে। দেখা যাক, দেশের শিক্ষাকে কার্যকরী এবং গণমুখী, ফলদায়ক করতে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী উপরোক্ত আশ্বাস কতটুকু বাস্তবসম্মত হয়। তবে সদ্য সমাপ্ত এসএসসি পরীক্ষার একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে একটি ঘটনা প্রকাশ করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

এক আত্মীয়ার পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে গত মধ্যমার্চে আমি চট্টগ্রামে হাটহাজারী উপজেলার কাটিরহাট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে গেলে ইংরেজী ১ম ও ২য় পত্র পরীক্ষায় নকলের যে ছড়াছড়ি দেখি তাতে হতভম্ব না হয়ে পারিনি। তাজ্জব বনে যাই, স্বীয় স্কুলের শিক্ষক যারা পরিদর্শক হিসেবে হলে নিয়োজিত তাদের প্রতিযোগিতামূলকভাবে নকল সরবরাহ করতে দেখে। উক্ত কেন্দ্রে স্থানীয় ইউনিয়নের জনা বিশেক যুব শান্তি-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব পালনে নামে শুধু যে পরীক্ষার্থীদের নকল সরবরাহ করেছে অবাধে সে ক তুন করে বলার প্রয়োজন পড়ে না কাটিরহাট স্কুল কেন্দ্রের এ অব খে পাশাপাশি কেন্দ্র নাজিরহা গিয়ে এর চেয়েও মারাত্মক অব দেখে আরো একবার আমার বিস্মি হওয়ার পালা। এ অবস্থায় পরীক্ষ হলে আত্মীয়াকে সান্ত্বনা দেয়া দূরের কথা নকলবিহীন খালি হা তার সাথে দেখা করতে যেতে আমার দারুণ সংকোচ হয়েছিল

—নজরুল ইসলাম সে